যুব বার্তা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

বর্ষ: ১৯ □ সংখ্যা: ৫৭ □ জানুয়ারি ২০২৫

জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে ১-১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ৬৪ জেলায় ৬৪টি খাল/জলাশয় পরিচ্ছন্ন করা হয়। প্রতি জেলায় ২৪টি করে বৃক্ষের চারা রোপন করা হয়

১২ জন সফল আত্মকর্মী ও তিনজন শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হয়

- জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ পেলেন যারা
- 'কর্মই জীবন' এর বর্ষপূর্তি
- এসিআর সপ্তাহ পালিত
- উদ্যোক্তা ও সংগঠকদের প্রাণের মেলা
- দু'চোখজুড়ে স্বপ্ন আমার
- খাল/জলাশয় পরিচ্ছন্নকরণ অভিযান
- দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান উন্নয়নের মূল সোপান

যুব বার্তা

বর্ষ: ১৯ ▫ সংখ্যা: ৫৭ ▫ জানুয়ারি ২০২৫

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদক
এম এ আখের
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সহযোগী সম্পাদক
মোঃ মিজানুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)

বার্তা সম্পাদক
সাজেদ ফাতেমী
কমিউনিকেশন অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস
রেইজিং স্পেশালিস্ট, আর্ন প্রজেক্ট

সহকারী সম্পাদক
মোঃ আমিরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-৬)

অলংকরণ
মোঃ নূর-ই-আহসান
গ্রাফিক ডিজাইনার

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ শাহজাহান ভূঞা
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

শাহানাজ আহাম্মেদ সাথী
অফিস সহকারী কাম কমিউটার অপারেটর

আলোকচিত্রী
মোঃ লুৎফর রহমান

সম্পাদকীয়

সুশৃঙ্খল কর্মজীবনে এসিআরের গুরুত্ব

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় যুবসমাজের ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের তরুণেরা দেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন বাস্তবায়নের সাহস রাখে। এই সাহস আর কর্মোদ্দীপনার ওপর ভর করেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে সমৃদ্ধির পথে। যুব সমাজ আগস্ট বিপ্লবে দেখিয়ে দিয়েছে, তারা যে স্বপ্ন দেখে, তা বাস্তবায়নেরও সামর্থ্য রাখে। যুব সমাজের প্রতি সে আস্থা আমাদের রয়েছে। আর সে কারণেই আমরা যুব সমাজের সাথে কাজ করতে পেরে, তাদের ভাগ্য উন্নয়নে অবদান রাখতে পেরে নিজেদের ক্যারিয়ার সার্থক হয়েছে বলে মনে করি।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে আমরা যে যুব সমাজের জন্য কাজ করছি, তারা যেমন আপসহীন, অনুরূপ কোনো রকম ব্যত্যয় বা অনিয়মও যুব সমাজ বরদাশত করে না। আমরাও যুব সমাজের মতো সব অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার বিপক্ষে। আমরা দাপ্তরিক ও সামাজিকভাবেও সব বৈষম্য ও অনিয়মের বিপক্ষে সবসময়ই সোচ্চার। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সুযোগ্য মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি গতিশীল টিম নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যাতে করে আমরা এ অধিদপ্তরের একটি উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার পাশাপাশি সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। সর্বোপরি, বাংলাদেশ ২.০ বিনির্মাণে জাতির সারথী হয়ে উঠতে পারি।

আমি বিশ্বাস করি, আমাদের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অধিদপ্তরের স্বচ্ছ ও গতিশীল কর্মপরিবেশ তৈরিতে প্রতিটি পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা আমরা পাবো। সে কারণে এ কাজে আমাদের প্রত্যেককে প্রথমত নিজে এবং একই সাথে একটি পরিচ্ছন্ন ইমেজ ও কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত হবো। দিনের কাজ দিনেই নিষ্পন্ন করবো। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ত্যাগ করবো না এবং সহকর্মীদের প্রতি উদার ও সহমর্মী আচরণ করবো। এর সাথে প্রতিবছরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নিজ নিজ 'বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন-এসিআর' নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার কাছে প্রমাণসহ জমা দেবো। জমা দিয়ে প্রতিস্বাক্ষরকারী বরাবর অনুলিপি পাঠাবো।

> আমাদের একটি পরিচ্ছন্ন ইমেজ ও কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত হবো

একজন সরকারি কর্মচারির এসিআর সংক্রান্ত কাজ আপাতত এখানেই শেষ। তবে অনুবেদনকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্বও কম নয়। তারা যথাক্রমে ২৮/২৯ ফেব্রুয়ারি ও ৩১ মার্চের মধ্যে যথাক্রমে প্রয়োজনীয় অনুবেদন ও প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক যথাযথ কর্মকর্তা বা দপ্তরে পাঠাবেন। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে এসিআর পাঠানোর একটি অনুলিপি দেবেন। এতে কোনো পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তাই নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, তেমনি তার অধীন কর্মকর্তা বা কর্মচারিও সব রকম জটিলতা থেকে মুক্তি পাবেন।

'যুব বার্তা' শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আমাদের তরুণদের সাফল্য ও সম্ভাবনার গল্পগুলো প্রকাশ পায়। আসুন, আমরা সবাই মিলে যুবসমাজকে উন্নত ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ গড়ার জন্য আরও এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করি। সবার জন্য শুভ কামনা।

এম এ আখের
সম্পাদক

জাতীয় যুব দিবস ২০২৪ উদযাপন অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে পুরস্কারপ্রাপ্ত যুব উদ্যোক্তা ও সংগঠকরা -যুববার্তা

সাড়ম্বরে জাতীয় যুব দিবস ২০২৪ উদযাপন

দুই বছরে পাঁচ লাখ কর্মসংস্থান হবে : যুব উপদেষ্টা

মোঃ আমিরুল ইসলাম

অন্যান্য বছরের মত এবছরও সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়েছে জাতীয় যুব দিবস। গত ১লা নভেম্বর ২০২৪ তারিখে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের যুব দিবসের প্রতিপাদ্য- 'দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ'। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জনাব মোঃ নাহিদ ইসলাম।

প্রধান অতিথির ভাষণে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় শিক্ষা, চাকরি কিংবা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যুক্ত নেই- এমন নয় (৯) লাখ যুবক ও যুব নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার এক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। সেই প্রকল্পের আওতায় আগামী দুই বছরে পাঁচ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানসহ মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তারপর স্বাগত বক্তব্য দেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। তিনি তাঁর বক্তব্যে যুবদের সামগ্রিক কল্যাণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গৃহীত কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেন।

স্বাগত বক্তব্যের পর প্রথমে 'কর্মই জীবন' শিরোনামে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের থিম সংয়ের মিউজিক ভিডিও এবং পরে 'স্বপ্ন আমার' শিরোনামে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রম নিয়ে একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

বিশেষ অতিথি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোঃ নাহিদ ইসলাম বলেন, তরুণরা বাংলাদেশকে নতুন করে পথ দেখিয়েছে। অর্থনীতিসহ সব কিছুতে তরুণরা নেতৃত্বে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। যে প্রজন্ম জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছে, সে প্রজন্মই আগামীর বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া দেশের যুব সমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আমরা সাংবিধানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত হবে। সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কেউ তার লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার কারণে নিগৃহীত ও বঞ্চিত হবে না। এ ক্ষেত্রে অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করবে আজকের ছাত্র-তরুণ-যুবসমাজ।

উপদেষ্টা আরও বলেন, জাতীয় যুব দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আমরা কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। ৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের পর যারা দেশের আইনশৃংখলা ও ট্রাফিকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাদেরকে সরকারের সকল কার্যক্রমে যুক্ত করা আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তারই অংশ হিসেবে ট্রাফিক কার্যক্রমে দায়িত্ব নেয়া শিক্ষার্থীদের আরও উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়ক পুলিশ হিসেবে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়া, বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় প্রায় নয় লাখ বেকার যুবক ও যুব নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার কার্যক্রম নিয়ে 'আর্ন' নামে একটি প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

জাতীয় যুব দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে ১-১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ৬৪ জেলায় ৬৪টি খাল/জলাশয় পরিচ্ছন্ন করা হয়। প্রতি জেলায় ২৪টি করে বৃক্ষের চারা রোপন করা হয়। ২-৮ নভেম্বর পর্যন্ত সাত দিনব্যাপী বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে যুব মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বোপরি ১২ জন সফল আত্মকর্মী ও তিনজন শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতি যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী তাঁর বক্তব্যে যুবসমাজের কল্যাণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরেন। তিনি যুব দিবসের অনুষ্ঠানে আগত অতিথি, অংশগ্রহণকারী যুব, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক ও আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সব পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথিসহ অতিথিরা ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন চত্বরে যুব উদ্যোক্তাদের তৈরি বিভিন্ন পণ্যের স্টল পরিদর্শন করেন। সবশেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে জনপ্রিয় শিল্পী ও গীতিকার ইথুন বাবু তার দল নিয়ে সংগীত পরিবেশন করেন।

এর আগে ৩১ অক্টোবর সকালে জাতীয় যুব দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে যুব র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া র‍্যালি উদ্বোধন করেন ও র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ পেলেন যারা

এস এ জাহিদ

মোঃ জয়নাল আবেদীন

ইতি আক্তার

আশফাক উদ্দিন আহমদ

নুরুল আবছার

মোছাঃ জাহানারা খাতুন

মোছাঃ পারভীন আক্তার

মোঃ সাইবুর রহমান

মোঃ শফিউল বশর

সুমন দেব নাথ

মোছাঃ মমতাজ খাতুন

কাজী আল আমিন

মোঃ জাহিদুল ইসলাম

সজীব চাকমা

মোঃ রবিউল ইসলাম

যুববার্তা ডেস্ক

এবারের জাতীয় যুব দিবসে ১২ জন সফল আত্মকর্মী ও তিনজন যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কার হিসেবে একটি ক্রেস্ট, সনদপত্র ও নির্দিষ্ট মূল্যমানের চেক প্রদান করা হয়েছে।

সফল আত্মকর্মী ও শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করার ঐতিহ্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গৌরবের সাথে পালন করে আসছে। যুবদের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৮৬ হতে ২০২২ পর্যন্ত ৫১৯ জন সফল আত্মকর্মী ও শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভুষিত করা হয়েছে, যা আজকের যুবদের প্রেরণার উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

১২ সফল আত্মকর্মী হলেন- এস এ জাহিদ, মো: জয়নাল আবেদীন, ইতি আক্তার, আশফাক উদ্দিন আহমদ, নুরুল আবছার, মোছা: জাহানারা খাতুন, মোছা: পারভীন আক্তার, মো: সাইবুর রহমান, মো: শফিউল বশর, সুমন দেব নাথ, মোছা: মমতাজ খাতুন ও কাজী আল আমিন। সফল তিন যুব সংগঠক হলেন- মো: জাহিদুল ইসলাম, সজীব চাকমা ও মো: রবিউল ইসলাম রবি হিজড়া।

বগুড়া সদর উপজেলার বাসিন্দা এস এ জাহিদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে মৎস্য চাষ বিষয়ে এক মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে উন্নত পদ্ধতিতে প্রথমে দুটি পুকুরে মাছ চাষ করে সাফল্য পান। বর্তমানে তার বার্ষিক নিট আয় এক কোটি ৬৬ লাখ টাকা।

নীলফামারীর মো: জয়নাল আবেদীন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে গবাদি পশু, হাঁস মুরগি পালন, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ে তিন মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ শুরু করেন। বর্তমানে হাঁসের খামার থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় আড়াই হাজার ডিম পান। রয়েছে সোনালী মুরগির খামার। প্রতি বছর প্রায় ৫০ লাখ টাকার মুরগি বিক্রি করেন।

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার দরিদ্র পরিবারের মেয়ে ইতি আক্তারের জীবন সংগ্রামে ভরা। বাবা মারা যাওয়ার পর মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাকে সংসারের হাল ধরতে হয়। গ্রামের একজনের কাছ থেকে ৩০০ টাকা ধার নিয়ে দুধের ব্যবসা শুরু করেন। সেই ব্যবসায় তাকে এগিয়ে দেয় বহুদূর। ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন গরুর খামার। কাজের প্রতি একাগ্রতা ও নিষ্ঠা আজ বদলে দিয়েছে ইতি আক্তারের জীবন। বর্তমানে তার খামারে গরুর সংখ্যা ৫৩টি।

সিলেটের গোপালগঞ্জ উপজেলার আশফাক উদ্দিন আহমদ নিজে আর্টিস্ট না হলেও আর্টের মর্ম বোঝেন। তাই তিনি এলাকার ছেলে-মেয়েদের অংকন শেখানোর চিন্তা থেকে গড়ে তুলেছেন 'হলি আর্ট যুব উন্নয়ন সংস্থা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিগত ২২ বছর থেকে নেতৃত্ব বিকাশ ও সমাজ উন্নয়নে নানা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তিনি।

কক্সবাজার সদর উপজেলার উত্তর রুমালিয়ার ছড়া এলাকার বাসিন্দা নুরুল আবছার বেকার যুবক ও যুব নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলতে অবদান রেখে চলেছেন।

নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৪ পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার 'জাহানারা যুব মহিলা সংস্থা' নামে প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী মোছা: জাহানারা খাতুন।

কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে অবদানের জন্য জাতীয় যুব পুরস্কার পেয়েছেন গাজীপুরের চান্দরা গ্রামের মোছা: পারভীন আক্তার।

মো: সাইবুর রহমান ময়মনসিংহের ত্রিশালের এক কৃষক পরিবারের সন্তান। কর্মসংস্থান সৃজনের পাশাপাশি সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডে অবদান রয়েছে তার।

চট্টগ্রামের কোতোয়ালি উপজেলার মো: শফিউল বশর মোবাইল সার্ভিসিংয়ের প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করে ৩৮ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন।

মৌলভীবাজারের সুমন দেব নাথের রয়েছে লেয়ার মুরগির খামার। সেখানে ২৫ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

গরু মোটাতাজা করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন গাইবান্ধার কোমরপুর গোবিন্দগঞ্জের মোছা: মমতাজ খাতুন।

মাগুরার কাজী আল আমিন মাছ চাষ করে ১৮ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী

যুববার্তা ডেস্ক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে ৬ অক্টোবর ২০২৪ যোগদান করেছেন জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৩তম ব্যাচের কর্মকর্তা। এর আগে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ১৯৯৪ সালে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন। চাকরিকালে তিনি সহকারী কমিশনার, সিনিয়র সহকারী কমিশনার, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও আরডিসি হিসেবে ভূমি প্রশাসন, ম্যাজিস্ট্রেসি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প পরিচালক হিসেবে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভাবন সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী পেশাগত জীবনে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বিশেষত তিনি চীন প্রজাতন্ত্রের সান ইয়েৎ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে লোক প্রশাসনে স্নাতকোত্তর এবং যুক্তরাজ্যের বেডফোর্ডশায়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা অর্জন করেন। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট আমেরিকা থেকে তিনি পিএমপি সার্টিফাইড ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি সুইস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশনের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এমএসসি সম্পন্ন করেন। এর আগে পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে। এ ছাড়া তিনি আইন ও প্রশাসন কোর্সের শ্রেষ্ঠ ট্রেইনি অফিসার হিসেবে বিসিএস প্রশাসন একাডেমি থেকে মহাপরিচালক পদক লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ লোক প্রশাসন কেন্দ্র থেকে অ্যাডভান্সড কোর্স অন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এসিএডি) বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন।

জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ১৯৬৯ সালে ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী মাহবুবা জাহান লোটাস ঢাকা মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক এবং সোনোলজিস্ট হিসেবে কর্মরত।

মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী আইন ও প্রশাসন কোর্সের শ্রেষ্ঠ ট্রেইনি অফিসার হিসেবে বিসিএস প্রশাসন একাডেমি থেকে মহাপরিচালক পদক লাভ করেন

যুব মেলা ২০২৪

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রথমে ফিতা কেটে এবং পরে বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে যুব মেলা সূচনা করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া -যুববার্তা

উদ্যোক্তা ও সংগঠকদের প্রাণের মেলা

মোঃ মিজানুর রহমান

জাতীয় যুব দিবসের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো 'যুব মেলা'। প্রতিবছর জাতীয় যুব দিবস উদযাপনে যুব মেলার আয়োজন করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষিত যুবদের প্রতিষ্ঠিত আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পে উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রির জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিবছর এই যুব মেলা আয়োজন করা হয়।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া প্রধান অতিথি হিসেবে যুব মেলা উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

এ বছর ২ থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত মেলা অনুষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে। মেলা চলে সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। মেলায় ১১০ টি স্টলে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পসরা সাজিয়ে বসে। মেলা সূত্র জানিয়েছে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান গড়ে দেড় থেকে তিন লাখ টাকার পণ্য বিক্রি করেছে। ৭ দিনে মেলায় লেনদেন হয়েছে প্রায় ৩ কোটি টাকা।

যুব মেলাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মেলা প্রাঙ্গণের মূল মঞ্চে প্রতিদিন বিকেল চারটা থেকে ছোট ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উৎসব ও প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে যুব উদ্যোক্তা এবং প্রশিক্ষণার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সভায় অংশ নেন দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের খ্যাতিমান মানুষেরা। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে দেশীয় পিঠা প্রস্তুতকরণ, বিউটিফিকেশন, মেহেদি সাজ, যেমন খুশি তেমন সাজো, হস্তশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি প্রতিযোগিতা শেষে বিচারকমন্ডলী কর্তৃক প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের ক্রেস্ট ও সনদপত্র দেয়া হয়। এরপর শেষ পর্যন্ত চলে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাত দিনব্যাপী যুবমেলা হয়ে উঠেছিল দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্যোক্তা ও সংগঠকদের প্রাণের মেলা।

যুবমেলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন পরিকল্পনা উইংয়ের পরিচালক যুগ্মসচিব প্রিয়সিন্ধু তালুকদার। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন একই উইংয়ের উপরিচালক প্রজেষ কুমার সাহা ও মোঃ সেলিমুল ইসলাম।

খাল/জলাশয় পরিচ্ছন্নকরণ অভিযান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

প্রজন্মকে দূষণমুক্ত খাল নদী দেখাতে হবে

রামপুরা-ইটাখোলা জিরানী খাল পরিচ্ছন্নকরণ অভিযানের উদ্বোধন করেন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। অনুষ্ঠানে তিনি শপথ বাক্যও পাঠ করান -যুববার্তা

যুববার্তা ডেস্ক

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, এখনকার প্রজন্ম পরিষ্কার নদী, খাল ও জলাশয় দেখেনি। তারা দেখেছে ময়লা ও দূষিত খাল ও নদী। আমাদের দায়িত্ব হলো, নতুন প্রজন্মকে দূষণমুক্ত নদী ও খাল দেখানো। জাতীয় যুব দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে ১ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত দেশের ৬৪ জেলায় ৬৪টি খাল/জলাশয় পরিচ্ছন্নকরণ অভিযান পরিচালিত হয়। এর অংশ হিসেবে ১ নভেম্বর ঢাকা জেলার আওতাধীন রামপুরা-ইটাখোলা খাল (রামপুরা ব্রিজ থেকে বালু নদী পর্যন্ত) পরিচ্ছন্নকরণ অভিযানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, সারা দেশে ৬৪ জেলায় নির্বাচিত ৬৪টি খাল বা জলাশয়ের পরিচ্ছন্নকরণ অভিযানের ধারণাটি এসেছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে। এটাই হচ্ছে যুবদের শক্তি। তিনি বলেন, আজকের এই খাল পরিচ্ছন্নকরণ অভিযান অত্যন্ত সুসময়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে নদী, খাল ও জলাশয় এবং সামগ্রিক পরিবেশ সুরক্ষায় সবাইকে শপথবাক্য পাঠ করানো হয়।

অভিযানে অংশ নেয় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ও বিভিন্ন যুব সংগঠন।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা।

৬৪ জেলায় ৬৪ খাল পরিচ্ছন্ন অভিযানের ভিডিওচিত্র প্রকাশ

যুববার্তা ডেস্ক

দেশের খালগুলো এতোদিন ছিল বিষাক্ত ও প্রাণহীন। শিল্পের বর্জ্য থেকে শুরু করে পলিথিন, ময়লা আবর্জনা, কচুরিপানায় ভরপুর থাকতে থাকতে যেন নিজ অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলতে বসেছিল। সেইসঙ্গে এসব ময়লা ও বর্জ্যনিসৃত বাতাস যুগের পর যুগ ধরে দূষিত করে রেখেছিল আশপাশের পরিবেশ।

কিন্তু কথায় আছে না- চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়। তাই খালগুলোই বা এমন বিবর্ণ, মলিন ও প্রাণহীন অবস্থায় কতোদিন পড়ে থাকবে ? ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অর্জিত নতুন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা কেনই বা এমন দূষিত, নিশ্চল ও গতিহীনতা মেনে নেবেন? তাই ডাক এলো নতুনের। সেই নতুনের কেতন ওড়াতেই আহ্বান জানালেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তারুণ্যদীপ্ত উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তাঁরই আহ্বানে যুব দিবস উপলক্ষে দেশের ৬৪ জেলার ৬৪টি খাল ও জলাশয়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। ২০২৪ সালের ১ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে ৫০, ৬০ এমনকি ৬৫ বছরেরও পুরোনো খাল জঞ্জালমুক্ত করা হয়। খালগুলো আবার যেন দূষিত হয়ে না পড়ে, সেজন্যও নেয়া হয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ।

খাল ও জলাশয় পরিচ্ছন্নতার এই অভিযানকে বিবেচনা করা হচ্ছে জাতীয় যুব দিবস ২০২৪ উদযাপনের সবচেয়ে আলোচিত, পরিবেশবান্ধব, জনকল্যাণমূলক ও দেশপ্রেমের চেতনায় ভাস্বর কর্মসূচি হিসেবে।

ভিডিওচিত্রের ইউটিউব লিংক :
https://www.youtube.com/watch?v=99tPfNtXx6c&t=56s

'নিরাপদ ও সহায়ক কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি' বিষয়ে গোলটেবিল

'বিল্ডিং সেইফ অ্যান্ড সাপোর্টিভ ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট' (নিরাপদ ও সহায়ক কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি) শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক ৭ অক্টোবর রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অবস্থিত ডেইলি স্টার সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ ও রুটগার্টস ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় বৈঠকটি যৌথভাবে আয়োজন করে বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি) ও ডেইলি স্টার। বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশাসন উইংয়ের পরিচালক এম এ আখের।

সিটিজেন চার্টারের প্রথম ত্রৈমাসিক সভা

যুববার্তা ডেস্ক

মহাপরিচালকের কার্যালয়ের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির (সিটিজেন চার্টার) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিক সভা ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সূচনা বক্তব্য দেন মোঃ আব্দুল হামিদ খান, পরিচালক (প্রশাসন)।

সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী প্রদেয় সেবাগুলো সম্পর্কে সভাপতিকে অবহিত করেন সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আবুল বাসার।

সভায় মহাপরিচালক প্রতি তিন মাস পর সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করে ওয়েব পোর্টালে প্রকাশের নির্দেশনা দেন। সেইসঙ্গে তিনি নতুন সেবা সিটিজেন চার্টারে যুক্ত করার আহ্বান জানান।

মহাপরিচালকের কার্যালয়ের সব পর্যায়ের কর্মকর্তারা সভাস্থলে এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে দুই সহস্রাধিক শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মিলনায়তনে প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া -যুববার্তা

যুববার্তা ডেস্ক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে 'ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা' বিষয়ে সাতটি ব্যাচে দুই হাজার একশ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার এক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। তার মধ্যে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চারটি ব্যাচে মোট এক হাজার দুইশ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ব্যাচকে দু'দিন করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কোর্স জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মিলনায়তনে ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। কোর্স উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধনকালে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন, যানজট বাংলাদেশের একটি অন্যতম সমস্যা। ফলে আমাদের মূল্যবান শ্রমঘন্টা নষ্ট হচ্ছে। ৫ আগস্ট ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের পর ৩ দিন দেশে সরকার ছিল না, ছিল না ট্রাফিক পুলিশ। ঠিক সেই সময় সড়কের শৃংখলা ফেরাতে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আসে। কোনো প্রশিক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও তরুণ ছাত্র-যুবকরা দিন-রাত সড়কের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় নিরলসভাবে কাজ করেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা ট্রাফিক পুলিশের শূন্যতা অনুভব করিনি। এমনকি দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক রাখার জন্য তরুণ ছাত্র-যুবকরা দিন-রাত পরিশ্রম করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উপদেষ্টা আরও বলেন, দেশ পুনর্গঠনে তরুণদের দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটি আধুনিক সুন্দর দেশ গড়তে চাই। এ জন্য ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হতে হবে। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাকে ম্যানুয়াল পদ্ধতি থেকে আধুনিকায়নে উত্তরণ ঘটাতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সব পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিরা। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

৯ ও ১০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ।

২৫ ও ২৬ অক্টোবর তৃতীয় ব্যাচের এবং ৩ ও ৪ ডিসেম্বর চতুর্থ ব্যাচের প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) যুগ্মসচিব মোঃ মানিকহার রহমান।

আমরা তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটি আধুনিক সুন্দর দেশ গড়তে চাই

এসিআর সপ্তাহ পালিত

প্রতিবছরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নিজ নিজ 'বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন-এসিআর' নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার কাছে প্রমাণসহ জমা দিয়ে প্রতিস্বাক্ষরকারী বরাবর অগ্রায়ণপত্র পাঠাতে হয়

যুববার্তা ডেস্ক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ১ থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সাত দিনব্যাপী এসিআর সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১ নভেম্বর অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে এর উদ্বোধন করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

এ বিষয়ে পরিচালক (প্রশাসন) যুগ্মসচিব জনাব এম এ আখের বলেন যে, একজন সরকারি কর্মচারির জন্য এসিআর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিবছরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নিজ নিজ 'বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন-এসিআর' নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার কাছে প্রমাণসহ জমা দিয়ে প্রতিস্বাক্ষরকারী বরাবর অগ্রায়ণপত্র পাঠাতে হয়। অনুবেদনকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তারা ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ৩১ মার্চের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুবেদন ও প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক যথাযথ কর্মকর্তা বা দপ্তরে পাঠাবেন। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে এসিআর পাঠানোর একটি অনুলিপি দেবেন। এতে কোনো পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তাই নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, তেমনি তার অধীন কর্মকর্তা বা কর্মচারিও সব রকম জটিলতা থেকে মুক্তি পাবেন। এসিআর সপ্তাহ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন উইংয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ প্রান্তিকের অভ্যন্তরীণ মাসিক সমন্বয় সভা যথাক্রমে ১৬ জুলাই, ২৫ আগস্ট, ১২ সেপ্টেম্বর ও ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে এসব সভায় সভাপতিত্ব করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় সব উইংয়ের যুব কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মহাপরিচালক ডি-নথির মাধ্যমে শতভাগ নথি উপস্থাপন ও নথিটি ডি-নথির মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে মর্মে ট্যাগ লাগানোর নির্দেশনা দেন। -যুববার্তা

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৪ উদযাপন

যুববার্তা ডেস্ক

১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন করেছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। আন্তর্জাতিক যুব দিবসের মূল উদ্দেশ্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে যুবদের অংশগ্রহণ এবং মতামত নিয়ে আলোচনা করা।

বিশ্বব্যাপী যুবসমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হওয়ার দিন হিসেবে দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন প্রশাসন উইংয়ের পরিচালক মোঃ আব্দুল হামিদ খান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন উইংয়ের পরিচালক, যুগ্মসচিব প্রিয়সিন্ধু তালুকদার।

মহাপরিচালক বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তি অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। যুবদের আগামীর বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে নানামুখী পদক্ষেপের পাশাপাশি বেশ কিছু সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ করেছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) এম এ আখের (পরিচিতি নং-২০৩৮৫) উপসচিব এবং পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মোঃ মানিকহার রহমান (পরিচিতি নং- ৬৭৭০) উপসচিবকে বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

২২ আগস্ট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে একই সাথে তাদেরকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক পদে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়ন করা হয়।

উল্লেখ্য, এম এ আখের ২৯ জুন ২০২২ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিচালক (পরিকল্পনা) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২৪ সেপ্টেম্বর তাকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) পদে পদায়ন করা হয়।

মোঃ মানিকহার রহমান ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ থেকে পরিচালক (প্রশিক্ষণ) হিসেবে কর্মরত। পদোন্নতির পর তার ইনসিটু পদায়ন হওয়ায় তিনি আগের দায়িত্বেই বহাল আছেন। দুজনই বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার ২০তম ব্যাচের কর্মকর্তা।

অবসরে গেলেন সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ অবসরে গেছেন। তার অবসরজনিত বিদায় অনুষ্ঠান যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে ২৬ সেপ্টেম্বর সকালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রশাসন উইংয়ের পরিচালক যুগ্মসচিব এম এ আখের। বিদায়ী সচিবের প্রতি সম্মান জানিয়ে তাকে নিয়ে বক্তব্য দেন দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ শাখার পরিচালক এ কে এম মফিজুল ইসলাম, অর্থ ও অডিট উইংয়ের উপপরিচালক এ কে এম জাহিদ হোসেন ও প্রশাসন উইংয়ের সহকারী পরিচালক চায়না ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সব পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রশাসন উইংয়ের উপপরিচালক মোঃ আতিকুর রহমান। -যুববার্তা

টেকাব প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ও প্রকল্প পরিচালকের সঙ্গে কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণার্থীরা -যুববার্তা

তিন জেলায় শুদ্ধাচার সভা, ফ্রিল্যান্সিং ও টেকাব প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

শুদ্ধাচার বিষয়ক সভায় বক্তব্য দেন মহাপরিচালক (গ্রেড ১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান -যুববার্তা

যুববার্তা ডেস্ক

শুদ্ধাচারবিষয়ক স্টেকহোল্ডারদের সভায় অংশগ্রহণ এবং ফ্রিল্যান্সিং ও টেকাব প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করতে তিন জেলা সফর করেছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড ১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

১৮ থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চার দিনের সফরে ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও দিনাজপুরে তিনটি অনুষ্ঠানে অংশ নেন ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

মহাপরিচালকের কার্যালয়ের শুদ্ধাচারবিষয়ক স্টেকহোল্ডারদের সভা ১৯ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে নয়টায় ঠাকুরগাঁওয়ে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ইসরাত ফারজানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালক (প্রশাসন) যুগ্মসচিব এম এ আখের। সভায় অন্যান্যের মধ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন) মোঃ আঃ হামিদ খান সহ অধিদপ্তরের ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, যুব সংগঠক, প্রশিক্ষণার্থী ও জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্ত আত্মকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

একই দিনে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে আরেকটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মহাপরিচালক। শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র ও ভাতা বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। ২০ ডিসেম্বর পঞ্চগড়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে পরিচালক (প্রশাসন) যুগ্মসচিব এম এ আখের ও উপপরিচালক মোঃ মাকসুদুল কবীর উপস্থিত ছিলেন।

২১ ডিসেম্বর দিনাজপুরের বিরল উপজেলায় টেকাব প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন মহাপরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন) এবং এই প্রকল্পের পরিচালক এম এ আখের। 'টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব দ্বিতীয় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। প্রত্যন্ত গ্রামপর্যায় পর্যন্ত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যেই মূলত টেকাব প্রকল্প গৃহীত হয়। এর আওতায় গ্রামের ১৮ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত শিক্ষিত ও সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র যুবদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা আছে।

এ প্রকল্পের আওতায় ভ্রাম্যমাণ আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানের মাধ্যমে যুবদের দোরগোড়ায় প্রশিক্ষণ সুবিধা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। প্রতিটি ভ্যানে ১১টি ল্যাপটপ, ইন্টারনেট সুবিধা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম ও জেনারেটরসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের আধুনিক সব সুবিধা রয়েছে। প্রতিটি ভ্যান প্রতি উপজেলায় দুই মাস অবস্থান করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এদিন 'দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর জেলার প্রশিক্ষণকেন্দ্র পরিদর্শন করেন মহাপরিচালক। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন প্রকল্প পরিচালক মোঃ আঃ হামিদ খান, ফ্রিল্যান্সিং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ আলমসহ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বদলি/ রদবদল

প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদেরকে বদলি করা হয়েছে

যুববার্তা ডেস্ক

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে প্রত্যর্পণকৃত উপপরিচালক মো: ইউসুফ হারুনকে মহাপরিচালকের কার্যালয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা ইকবাল-বিন-মতিনকে উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর জামালপুর বদলি করা হয়েছে। সিলেট জেলার উপপরিচালক মো: রফিকুল ইসলাম শামীমকে, উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ উপপরিচালক পদে বদলি করা হয়েছে। মাগুরা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এইচ, এম, নুরুজ্জামানকে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলনা এবং খুলনা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর মুহাম্মদ রুকুন উদ্দিনকে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাগুরায় বদলি করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলার উপপরিচালক ফিরোজ আহমেদকে শরীয়তপুর জেলায়, ঝিনাইদহ জেলার উপপরিচালক বিলকিস আফরোজকে চুয়াডাঙ্গা জেলায় বদলি করা হয়েছে। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক মোঃ সেলিম উদ্দিনকে উপপরিচালকের কার্যালয় বগুড়া এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ শওকত আলীকে টাঙ্গাইল জেলায় উপপরিচালকের কার্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। বান্দরবান জেলাধীন লামা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা (চঃ দাঃ) এ, কে, এম, শহীদুল ইসলামকে রাংগাবালী, পটুয়াখালী এবং পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ রাজিব হাসানকে ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলায় বদলি করা হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের সহকারী পরিচালক মো: আশিকুর রহমানকে উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী ও হবিগঞ্জ উপপরিচালকের কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো: জাফর ইকবাল চৌধুরীকে উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সুনামগঞ্জ শূন্য পদে বদলি করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ফরিদপুর জেলা কার্যালয়ের সিনিয়র প্রশিক্ষক (ব্লক ও বাটিক) দেলোয়ারা বেগমকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মিরপুর, ঢাকায় বদলি করা হয়েছে। নওগাঁ জেলাধীন রানীনগর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো: আব্দুল মান্নানকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নওগাঁ সদর এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের, বান্দরবান জেলাধীন আলী কদম উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো: মোশারফ হোসেন পাঠানকে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, দাউদ কান্দি কুমিল্লা বদলি করা হয়েছে। ফরিদপুর জেলাধীন নগর কান্দা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সেলিম খানকে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চরভদ্রাসন, ফরিদপুরে বদলি করা হয়েছে।

বিভিন্ন পদে পদোন্নতি ও পদায়ন

০১. মোঃ এনায়েত করিম
সহকারী পরিচালক, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বান্দরবান।

০২. গৌতম চন্দ্র দে
সহকারী পরিচালক, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরগুনা।

০৩. সানোয়ারা বেগম
সিনিয়র প্রশিক্ষক (ব্লক ও বাটিক), পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মাদারীপুর।

০৪. মোঃ আব্দুল হাই মল্লিক
সিনিয়র প্রশিক্ষক (স্টেনো টাইপিং), পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পিরোজপুর।

০৫. মোঃ মাহবুব হোসেন চৌধুরী
সিনিয়ন প্রশিক্ষক (স্টেনো টাইপিং), পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চাঁদপুর।

০৬. মোঃ মনিরুজ্জামান
সিনিয়র প্রশিক্ষক (দপ্তর বিজ্ঞান) , পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নড়াইল।

০৭. বেগম হাসিনা মমতাজ
সহকারী পরিচালক, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ।

০৮. ওবায়েদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পটুয়াখালি।

০৯. জি, এম, ফারুক
সহকারী পরিচালক, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট।

১০. খোন্দকার জাকির হোসেন
সহকারী পরিচালক পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

১১. ইকবাল হোসেন
ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বগুড়া পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: কো-অর্ডিনেটর, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বগুড়া

১২. মুসা কালিম উল্যাহ
ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: কো-অর্ডিনেটর, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল

১৩. হেলেনা আফরোজ
সিনিয়র প্রশিক্ষক (ব্লক ও বাটিকা), ঢাকা জেলা পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

১৪. মোঃ জাহেদুল ইসলাম
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বগুড়া

১৫. মুহাম্মদ রুকুন উদ্দিন
সিনিয়র প্রশিক্ষণ (পশুপালন), যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুর। পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা।

১৬. মোহাম্মদ মোজাফর আহম্মেদ মোল্যা
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফরিদপুর, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপাধ্যক্ষ, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

এম এ আখের

প্রিয়সিন্ধু তালুকদার

মোঃ আঃ হামিদ খান

পরিচালক পর্যায়ে রদবদল

যুববার্তা ডেস্ক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বড়ধরনের রদবদল করা হয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন) পদে নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন এতোদিন ধরে পরিচালক (পরিকল্পনা)'র দায়িত্ব পালনকারী জনাব এম এ আখের (যুগ্মসচিব)। নতুন পরিচালক (পরিকল্পনা) হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন জনাব প্রিয়সিন্ধু তালুকদার (যুগ্মসচিব)। তিনি এতোদিন পরিচালক (বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন) এর দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। অন্যদিকে জনাব মোঃ আঃ হামিদ খানকে পরিচালক (বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন) এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি এতোদিন পরিচালক (প্রশাসন) এর দায়িত্ব পালন করছিলেন।

দু'চোখজুড়ে স্বপ্ন আমার

সাজেদ ফাতেমী

দু'চোখজুড়ে স্বপ্ন আমার /নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবার /উপায় খুঁজে পাওয়া।
আশার প্রদীপ বাবার মায়ের /হবোই হবো ভায়ের বোনের /এটাই শুধু চাওয়া।
সেই আশাতেই ছুটে চলা /তোমার সাথে গল্প বলা /তোমার কাছেই যাওয়া।

বর্ণালী মিত্র, আজমির শরীফ, এমরানুল হক, তারেক আজিজ, বিবি ফাতেমা, তানজিনা আক্তার, মেঘলা রানী দে ও সারিকা সেঁজুতি সিনার মতো এমন বহু যুবক ও যুব নারী নিজের ও পরিবারের সবার মুখে হাসি ফোটাতে তোমার কাছেই ছুটে আসে। তুমি আর কেউ নও। আমাদের প্রেরণা হয়ে রও। আমরা তোমাকে জানি - যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। এও জানি, এসব যুবক ও যুব নারীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুলে তাদের আত্মকর্মী হয়ে ওঠার আয়োজন তুমিই করে দিয়েছো।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কম্পিউটার, সেলাই, ব্লক বাটিক, যানবাহন চালনা, মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, কৃষি ইত্যাদি মিলিয়ে ৮০টির বেশি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশজুড়ে প্রতিনিয়ত স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন হাজারো যুবক ও যুব নারী। সেইসঙ্গে তারাই আরও হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে চলেছেন।

বগুড়ার ধুনট উপজেলার নিমগাছী ইউনিয়নের বেড়েরবাড়ি এলাকার রেজোয়ানুল ইসলাম মাত্র ১৮ বছর বয়সে উদ্যোক্তা হয়ে ওঠেন। ৮/৯ বছরের ব্যবধানে নিজের কেনা জমিতে গড়ে তোলেন বিশাল এক কৃষি জগৎ। তিনি মাত্র ১৩ বছর বয়সে নার্সারি তৈরি করে এলাকার মানুষকে তাক লাগিয়ে দেন। তার কৃষি জগতে আছে ভার্মি কম্পোস্ট ও ট্রাইকো কম্পোস্ট সার, বীজ গবেষণাকেন্দ্র, অনুজীব উৎপাদনকেন্দ্র, মাছ চাষ, নার্সারি, গার্ডেনিং সার্ভিস, সবজি চাষ ও গরুর খামার। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তৈরি করেছেন বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট। শাকসবজি আবাদ ও ধানচাষের ক্ষেত্রে অনেক নতুন চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন রেজোয়ান। দুই ফসলা জমিকে ত্রিফসলা করে তোলা, ভার্মি কম্পোস্ট ও ট্রাইকো কম্পোস্ট সার তৈরি করে রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা, বিভিন্ন ধরনের অনুজীব নিয়ে গবেষণা করা- ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে চলেছেন রেজোয়ান।

খুব পরিচিত একটি বাগধারা আছে- গোবরে পদ্মফুল। এর অর্থ হলো- অ-স্থানে মূল্যবান বস্তু। গরুর গোবরগুলো হয়তো যথাস্থানেই পড়ে আছে একেবারে মূল্যহীন বা গুরুত্বহীনভাবে। কিন্তু সেই মূল্যহীন গোবরগুলোকে দামি বস্তুতে রূপান্তরিত করে তুলেছেন বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার বোংগা গ্রামের মোছা. সুরাইয়া ফারহানা রেশমা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ২০১৪ সালে গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে সাত দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন রেশমা। এরপর যুব উন্নয়ন থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেন।

মায়ের কাছ থেকে আরও নেন ১৫ হাজার টাকা। এই ৬৫ হাজার টাকা দিয়ে তিনি একটি গরু ও একটি ছাগল কিনে প্রতিপালন শুরু করেন। তারপর সময় গড়িয়ে যায়। খুব বেশি না। মাত্র ৭/৮ বছরের ব্যাবধানে তিনি হয়ে ওঠেন একজন সফল আত্মকর্মী। তবে তিনি সাফল্য পেয়েছেন ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার উৎপাদন করে।

নোয়াখালী সদরের উত্তর ওয়াপদা এলাকার কৃষি উদ্যোক্তা মো. জাকির হোসেন মাছ চাষ ও ডিম উৎপাদন করে শতাধিক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা সদর উপজেলার কৃষি উদ্যোক্তা জাহানারা খাতুন জাতীয় যুব কাউন্সিলের সদস্য। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ব্লক-বাটিক, হ্যান্ড পেইন্ট এবং কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন। তার নিজের গড়া প্রতিষ্ঠানে চলছে নকশীকাঁথা, হ্যান্ড পেইন্ট, ব্লক-বাটিক ও সুস্বাদু মসলা তৈরির কাজ। এসব তৈরির পাশাপাশি এলাকার বেকার যুবক ও যুব নারীদের প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করেছেন তিনি। বাণিজ্যিকভাবে চাষ করেছেন ড্রাগন ফল। আছে দুই শতাধিক লেবু গাছ, সজনে বাগান। চাষ করেছেন কলা। পেপে চাষ করার জন্য পাশেই লিজ নিয়েছেন দুই বিঘা জমি।

চুয়াডাঙ্গার একই উপজেলার পুড়া পাড়া গ্রামের তরুণ উদ্যোক্তা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সাজিদ মাহমুদ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে গবাদিপশু পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে গড়ে তুলেছেন গরু-ছাগলের খামার।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ গঠনের লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নামে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করে বাংলাদেশ সরকার। প্রতিষ্ঠানটি গড়ার উদ্দেশ্য হলো- জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

প্রতিষ্ঠানটির সাংগঠনিক কাঠামো বেশ মজবুত। এর প্রধান হলেন গ্রেড-১ পদমর্যাদার একজন মহাপরিচালক। তার অধীনে আছেন ছয়জন পরিচালক। উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়সহ সারা দেশে সব মিলিয়ে ৬৪১টি কার্যালয়ে সাড়ে ছয় হাজারের বেশি কর্মী কাজ করছেন।

২০২২ সালের জনশুমারির তথ্য বলছে, দেশের জনসংখ্যার ২৭ দশমিক ৮২ শতাংশই তরুণ। সংখ্যায় সাড়ে চার কোটির বেশি তরুণ ও যুব জনগোষ্ঠীই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের নির্মাতা। সেই নির্মাতাদের দক্ষ কর্মীতে পরিণত করে একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনে সবচেয়ে আপনজন হয়ে পাশে ছিল, আছে ও থাকবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

'আয়বর্ধক কাজে Gen-Z দের সম্পৃক্ততা' শীর্ষক কর্মশালা

ছাত্র-জনতার আকাঙ্খাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান

'আয়বর্ধক কাজে জেন জিদের সম্পৃক্ততা' শীর্ষক কর্মশালায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোখলেস উর রহমানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড.গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান -যুববার্তা

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ড. মোঃ মোখলেস উর রহমান -যুববার্তা

'আয়বর্ধক কাজে জেন জিদের সম্পৃক্ততা' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের পাঁচটি দলে বিভক্ত করে ৫টি নির্দিষ্ট বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গ্রুপ করে দেয়া হয়

যুববার্তা ডেস্ক

জুলাই ২০২৪ অভ্যুত্থানের ছাত্র-জনতা-যুবদের আকাঙ্খাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোখলেস উর রহমান। গত ৭ নভেম্বর সাভারে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের সম্মেলনকক্ষে এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেয়ার সময় তিনি এই আহ্বান জানান।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্পের পক্ষ থেকে দিনব্যাপী 'আয়বর্ধক কাজে জেন জিদের সম্পৃক্ততা' শীর্ষক এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা-যুব আন্দোলন ও জুলাই অভ্যুত্থানের সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুম। বিষয়টির উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত সচিব (অব.) ড. মল্লিক সাঈদ মাহবুব। স্বাগত বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ কৃষিবিদ মোঃ সেলিম খান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ড. মোখলেস উর রহমান জুলাই ২০২৪ অভ্যুত্থানে আহত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র-জনতা-যুবদের জন্য কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রহণের আহবান জানান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা-যুব আন্দোলন ও জুলাই অভ্যুত্থানের সমন্বয়কসহ ১৪ জন জেন জি প্রতিনিধি এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাসহ মোট ৬০ জন অনুষ্ঠানে অংশগ্রগণ করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের পাঁচটি দলে বিভক্ত করে ৫টি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সুপারিশ প্রনয়ণের জন্য গ্রুপ করে দেয়া হয়। সদস্যরা নির্বাচিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে আলাদা আলাদা সুপারিশ পেশ করেন।

সুপারিশমালায় জেন জি প্রতিনিধিদের মেধা ও সুচিন্তিত মতামতকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে ফ্রিল্যান্সিং, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, কৃষি/ খামার কন্টেন্ট ক্রিয়েশান, রি-ইনভেস্টমেন্ট (স্টক মার্কেট একচেন্স), শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিকীকরণ করা, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা, ফার্মিং বা কমার্শিয়াল ভিত্তিতে চাষাবাদ ব্যবস্থার প্রবর্তন, উন্নত কৃষি বিপনন ব্যবস্থার উন্নয়ন তথা ই-কমার্স, এফ- কমার্স ব্যবস্থার প্রবর্তন, এগ্রোফার্ম নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তনে স্বল্প সুদে পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান ও উন্নত কৃষি প্রশিক্ষণ, পচনশীল কৃষি ব্যবহার করে বিভিন্ন প্যাকেটজাত খাদ্য পণ্যের ফ্যাক্টরি তৈরি করা, আইটি সেক্টর সম্ভাবনাময় খাত, এআই প্রয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে হবে, প্রশিক্ষণ কারিকুলামে এ আই সংযুক্ত করতে হবে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবভিত্তিক প্রশিক্ষণ, আইটি (ইথিক্যাল হ্যাকার, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার), প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্দ্যোক্তা, সমাজকল্যাণমূলকসেবা (পরিবেশ উন্নয়ন,দূর্যোগ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা), ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া প্লাটফর্ম অনলাইন আউটসোর্সিং ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়। প্রণীত সুপারিশমালা দলভিত্তিক আলাদা আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুম তার বক্তব্যে গতানুগতিক সরকারি কার্যক্রমের বাহিরে এসে জুলাই বিপ্লবে আন্দোলনকারীদের আকাঙ্খার সাথে তাল মিলিয়ে সরকারি কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের আহবান জানান।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী বিশেষ অতিথি হিসেবে তাঁর বক্তব্যে সুপারিশমালার প্রস্তাবনাগুলো অতিদ্রুত বাস্তবায়নের আহবান জানান।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জান অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে তাঁর বক্তব্যে সুপারিশমালার প্রস্তাবগুলোর আলোকে প্রকল্প প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠাবেন বলে ঘোষণা দেন।

যুগ্মসচিব এম এ আখের প্রশাসনের পরিচালক

যুববার্তা ডেস্ক

বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব এম এ আখের ২৪ সেপ্টেম্বর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে পরিচালক (প্রশাসন) পদে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি একই অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইংয়ের পরিচালক ছিলেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার ২০ তম ব্যাচের কর্মকর্তা।

এম এ আখের একজন উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ ও উন্নয়ন বিষয়ক লেখক। তাঁকে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এম এ আখের দাপ্তরিক কাজে আবুধাবী, অস্ট্রেলিয়া, চীন, দুবাই, কেনিয়া, মালাউই, মালয়েশিয়া, মিশর, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামসহ আরও বেশ কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি সর্বজনীন শিক্ষায় ইউনেস্কোর ফেলো। আফ্রো-এশিয়ান রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের ফেলোশিপে ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট'-এর ওপর গবেষণা করেছেন মিশরের ইজিপশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এগ্রিকালচারে।

এম এ আখেরের জন্ম ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায়। লেখক ও শিক্ষক পিতার কনিষ্ঠ পুত্র এম এ আখের পড়াশোনা করেছেন সেতাবগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, দিনাজপুর সরকারি কলেজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও কোরিয়ায় ইউনসেই ইউনিভার্সিটিতে।

উচ্চ মাধ্যমিকে অধ্যয়নকালে দিনাজপুর সরকারি কলেজে ক্যাম্পাসভিত্তিক 'মাসিক কলেজ বুলেটিন' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন এম এ আখের। তিনি উত্তরাঞ্চলের বহুল পঠিত দৈনিক উত্তরবাংলা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকালীন চিফ রিপোর্টার ছিলেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ক্যাম্পাস দর্পন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেছেন। উপসম্পাদকীয় লিখেছেন দৈনিক সংবাদ, আজকের কাগজসহ বেশ কিছু জাতীয় পত্রিকায়।

সততার সাথে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ

যুববার্তা ডেস্ক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক (পশুপালন) (গ্রেড-১০), সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা (গ্রেড-১১) এবং ক্যাশিয়ার (গ্রেড-১৬) পদে নতুন যোগ দেয়া কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ওরিয়েন্টেশন ৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। তিনি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ শাখার পরিচালক এ কে এম মফিজুল ইসলাম। তিনি সংক্ষেপে তার উইংয়ের কার্যক্রম অবহিত করেন। নিজ নিজ উইংয়ের কার্যক্রম তুলে ধরে আরও বক্তব্য দেন অর্থ উইংয়ের পরিচালক মোঃ আব্দুর রেজ্জাক, পরিকল্পনা উইংয়ের পরিচালক এম এ আখের, প্রশিক্ষণ উইংয়ের পরিচালক মোঃ মানিকহার রহমান এবং বাস্তবায়ন মনিটরিং ও যুব সংগঠন উইংয়ের পরিচালক প্রিয়সিন্ধু তালুকদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রশাসন উইংয়ের পরিচালক মোঃ আব্দুল হামিদ খান।

ওরিয়েন্টেশনে নতুন যোগ দেয়া কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্য থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ক্যাশিয়ার মোঃ জুবায়ের রহমান, সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ কামাল হোসেন ও ইনস্ট্রাক্টর (পশুপালন) মোসাঃ সোহানা শারমিন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রশাসন উইংয়ের উপপরিচালক মোঃ আতিকুর রহমান।

ন্যাশনাল এইচআর সামিটের দ্বিতীয় আসরে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইংয়ের পরিচালক, যুগ্ম সচিব এমএ আখের

ন্যাশনাল এইচআর সামিট অনুষ্ঠিত

যুববার্তা ডেস্ক

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আয়োজনে ন্যাশনাল এইচআর সামিটের দ্বিতীয় আসরে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইংয়ের পরিচালক, যুগ্ম সচিব এম এ আখের।

১৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার অদূরে বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটিতে দিনব্যাপী এ আয়োজনে দেশের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোর মানবসম্পদ পেশাজীবী ও বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য ছিল 'বাংলাদেশের রূপান্তরে এআইয়ের ব্যবহার'।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিচালক এম এ আখের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স ও সুবিধার কথা তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে উৎসাহিত করেন। পাশাপাশি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের গুরুত্ব তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের তা সঠিক পন্থায় কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

দিনব্যাপী আয়োজনে পাঁচটি ভিন্ন কর্মশালায় দেশের ৫০ জনেরও বেশি শীর্ষস্থানীয় এইচআর পেশাজীবী অংশগ্রহণ করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় ও প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন।

এইচআর সামিটে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের (বিএসএইচআরএম) সভাপতি আরটিএন মোহাম্মদ মাশেকুর রহমান খান, ড্যাফোডিল ফ্যামিলির গ্রুপ সিইও ও ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের (সিডিসি) উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, এএইচজেড অ্যাসোসিয়েটসের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার (দক্ষিণ অঞ্চল) সাইফ হোসেন এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কোষাধ্যক্ষ ড. হামিদুল হক খান। সমাপনী বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএম মাহবুব উল হক মজুমদার।

যুবসমাজকে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান উপদেষ্টা আসিফের

দেশের যেকোনো সংকট ও দুর্যোগে যুবসমাজ সেবার ব্রত নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে তা মোকাবিলা ও প্রতিরোধ করা সম্ভব

যুববার্তা ডেস্ক

আগস্ট মাসে ফেনীসহ ১২টি জেলায় আকস্মিক বন্যায় বাংলাদেশের সংগ্রামী যুবসমাজ ও যুব সংগঠনগুলোকে সেবার ব্রত নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া। নিজ দপ্তর থেকে এক বার্তায় তিনি এ আহ্বান জানিয়েছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিবন্ধিত সব যুব সংগঠনের সদস্যদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সেবায় সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করুন। বার্তায় তিনি বলেন, দেশের যেকোনো সংকট ও দুর্যোগে যুবসমাজ সেবার ব্রত নিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে তা মোকাবিলা ও প্রতিরোধ করা সম্ভব।

তিনি বলেন, 'যেকোনো সংকট ও দুর্যোগে বাংলাদেশের সংগ্রামী যুবসমাজ সেবার ব্রত নিয়ে কাজ করতে পারে। এবারের আকস্মিক বন্যায় সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণে দুর্যোগ প্রতিরোধে আমরা জয়ী হবো'। তাঁর আহ্বানে দেশে বন্যাদূর্গতের সহযোগিতার লক্ষ্যে যুব সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনগুলো লক্ষ্মীপুর, ফেনী, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলা থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ ছাড়া, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুব সংগঠনগুলো রেসকিউ টিম গঠন করে বন্যাদূর্গত এলাকায় জানামাল রক্ষার্থে কাজ করছে। পাশাপাশি নগদ অর্থ সহায়তাসহ বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে।

ফেনীতে বন্যার পরে সোনালী সকালের অপেক্ষা

যুববার্তা ডেস্ক

বসতভিটা, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, আবাদি জমি, গাছপালা, গবাদিপশু- সব কিছু বিবর্ণ, মলিন। যতো দূর চোখ যায়, ততোদূর পর্যন্ত সর্বনাশী বন্যার রেখে যাওয়া ছাপ। চারিদিকে শুধুই হাহাকার।

আগস্টে ফেনীতে যখন বন্যা হানা দেয়, তার প্রথম ধাক্কাতেই ভেসে যাওয়া গ্রামগুলোর মধ্যে ফুলগাজী উপজেলার মুন্সীরহাট ইউনিয়নের দক্ষিণ শ্রীপুর গ্রাম অন্যতম। বন্যাপীড়িত এলাকাগুলোতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পক্ষ থেকে উপহারসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম শুরু হলেও এই গ্রামটি যেন উপেক্ষিতই ছিল। এটি খেয়াল করেন ফেনী সরকারি কলেজের মেহেদি হাসান ও ফুলগাজী সরকারি কলেজের শাহ রিয়াজ দোলন নামে দুই শিক্ষার্থী। তারা বিষয়টি জেলা প্রশাসকের নজরে আনেন। জেলা প্রশাসক বিষয়টি আমলে নিয়ে স্থানীয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালককে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানান। দুই শিক্ষার্থীর উদ্যোগটাই বাস্তবায়ন করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

২৯ আগস্ট খুব সকালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একটি দল দক্ষিণ শ্রীপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তারা বন্যাপীড়িত দুই শতাধিক পরিবারের মাঝে উপহারসামগ্রী বিতরণ করে। উপহারসামগ্রীর প্রতিটি ব্যাগে দেয়া হয় চাল, ডাল, তেল, আলু, পেঁয়াজ, বিস্কুট, ওষুধ, খাবার স্যালাইন, মোমবাতি, লাইটার এবং সব বয়সীদের জন্য নতুন পোশাক। উপহারসামগ্রীর ব্যাগগুলো বন্যায় প্রায় সব হারানো মানুষগুলোর জন্য খুব বেশি কিছু নয়। তবু এতোটুকু আশা যে, উপহারসামগ্রীগুলো বেগম বিয়া, মাফিয়া, শাহেলা, সুরমা, আমানুল্লাহ, আবদুল ওহাব, মুন্নী আকতারের মতো উদ্বাস্তু হয়ে পড়া মানুষগুলোর জন্য প্রথম উপহার হয়ে দেখা দিল।

যে বাড়িটিতে উপহারসামগ্রী বিতরণের কাজটি চলে, সেই বাড়িটির ঘরের ভেতর দুদিন আগেও ছিল বুক সমান পানি। তখন এই বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে পুরুষেরা ছাদে ও নারীরা সিঁড়িতে রাত্রি যাপন করেছেন। সে ছিল এক অবর্ণনীয় দৃশ্য।

উপহারসামগ্রী বিতরণের কাজে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে সহায়তা দেন স্থানীয় ১৫ জন যুবক, যাদের সবারই পরিবার ছিল বন্যাকবলিত। নিজেরা দুর্দশার মধ্যে থেকেও গ্রামবাসীদের জন্য সহায়তা কার্যক্রমে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। ৬/৭ দিন এক পোশাকে থেকেও হাসিমুখে মানুষের সেবা দিয়ে গেছেন তারা।

আমরা জানি, বানের পানি খুব শিগগিরই নেমে যাবে। আবার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসবে এই মানুষগুলোর জীবনে। আবার নতুন করে সবুজ ফসলে ভরে উঠবে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠগুলো। শিশুরা আবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়বে মায়ের কোলে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সেই সোনালী সকালের অপেক্ষায়।

ইউটিউব লিংক :
https://www.youtube.com/watch?v=8r_mupqO66o&t=91s

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যুব উদ্যোক্তা ও সংগঠকদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করেন 'কর্মই জীবন' ফেসবুক গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান -যুববার্তা

কর্মই জীবন' এর জমকালো বর্ষপূর্তি

আল সাজিদুল ইসলাম দুলাল

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ফেসবুক গ্রুপ 'কর্মই জীবন' এর এক বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়

সকাল ১০টায় কেক কাটার মধ্য দিয়ে কর্মসূচি উদ্বোধন করেন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে গ্রুপের শ্রীবৃদ্ধিতে অবদান রাখা সদস্যদের পুরস্কৃত করা, টপ কন্ট্রিবিউটর ও সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারী এডমিনদের ক্রেস্ট দেয়া, সদস্যদের মধ্য থেকে একজন এডমিন ও দু'জন মডারেটর নির্বাচন, দেশব্যাপী খাল পরিচ্ছন্নকরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে সেরা তিনজন উপ-পরিচালককে পুরস্কৃত করা, ঢাকা জেলায় খাল পরিচ্ছন্নকরণে অংশগ্রহণকারী ছয়টি গ্রুপ থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীকে পুরস্কার দেয়াসহ বেশ কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে অংশ নেন বিভিন্ন যুব সংগঠনের শিল্পীরা।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করে গ্রুপকে আরও সক্রিয় ও প্রাণবন্ত করে তুলতে যুবক ও যুব নারীদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। প্রতিযোগিতার মধ্যে অন্যতম বিষয় ছিল অনলাইনে উদ্যোক্তা প্রতিযোগিতা। এতে হেলেনা আক্তার রনি প্রথম, মোঃ তানভীর হোসেন দ্বিতীয় ও শুভাশিস দাস তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

গ্রুপটি সক্রিয় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা তিনজন সেরা অ্যাডমিনের নাম অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয়। তারা হলেন - এম এ আখের, পরিচালক (প্রশাসন), আল সাজিদুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, প্রতিক্ষণ যুবক ফাউন্ডেশন এবং মোঃ আঃ হামিদ খান পরিচালক (বাস্তবায়ন ও মনিটরিং)।
পুরস্কৃত করা হয় তিনজন সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারীকে। সর্বোচ্চ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন এম এ আখের, দ্বিতীয় স্থানে আল সাজিদুল ইসলাম এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন নতুনত্ব আত্মসামাজিক যুব উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হাসিনা মুক্তা।

অনুষ্ঠানে গ্রুপের সবাইকে প্রাণবন্ত রাখার জন্য সেরা ১০ জন কন্ট্রিবিউটর নির্বাচিত করা হয়। প্রথম স্থান অধিকার করেন হাসিনা মুক্তা, যাকে গ্রুপের অ্যাডমিন হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হয়েছেন নকশা হ্যান্ডিক্রাফট ও যুব উন্নয়ন সংস্থার ইসরাত জাহান সোনিয়া এবং জয়পুরহাট জেলার প্রধান সমন্বয়ক ইসরাফিল হোসেন, প্রধান সমন্বয়ক রাজশাহী বিভাগ। এ ছাড়া, বাকি সাতজনকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।
প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের লোগো তৈরির প্রতিযোগিতায় তিনজনকে যৌথভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। তারা হলেন খন্দকার আব্দুল্লাহ আল আহমেদ, (ঢাকা) মিজ আবিদা সুলতানা পপি (জামালপুর) ও আলমগীর (নেত্রকোনা)।

২০২৩ সালের ৩ ডিসেম্বর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) হিসেবে যোগদান করেন ড. গাজী সাইফুজ্জামান। ১২ ডিসেম্বর তিনি 'কর্মই জীবন' নামে ফেসবুক গ্রুপের কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, 'অধিদপ্তরের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা যুবক ও যুব নারীদের সংগ্রাম ও সাফল্যগাথাগুলো তুলে ধরতেই 'কর্মই জীবন' গ্রুপের কার্যক্রম শুরু করা। সেই গ্রুপটি আজ প্রায় সাত হাজার সদস্যের পরিবারে পরিণত হয়েছে। এটি অধিদপ্তরের সামগ্রিক কর্মকান্ড পরিচালনায় অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।'

যুবদের সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

যুব সমাজ দেশমাতৃকার মূল চালিকাশক্তি। যুবরাই জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। তারা সাহসী, অদম্য, প্রতিশ্রুতিশীল এবং সৃজনশীল। তাই যেকোনো দেশের জন্য যুবসমাজ অতিমূল্যবান সম্পদ।

বাংলাদেশের যুবসমাজ মুক্তি সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং সম্প্রতি জুলাই-আগস্ট/২০২৪-এর ছাত্র জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যুব সমাজের গৌরবোজ্জ্বল অবদান জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।
একটি জ্ঞানমুখী, প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও আদর্শ যুবসমাজ জাতির মেরুদণ্ড। কাজেই যুবদের অবস্থান হবে মাদক, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে। দেশের মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য ও মমত্ববোধ সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে।

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের সুফল ভোগ করছে বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৬০% যুব। আগামী ২০৪৩ সাল পর্যন্ত যুবসমাজের সংখ্যাগত আধিক্যের ধারা অব্যাহত থাকবে। সুতরাং বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত নতুন বাংলাদেশ রূপান্তরের লক্ষ্যে এ জনমিতি সুবিধা কাজে লাগাতে হবে। আমাদের যুব সমাজকে পরিপূর্ণ দক্ষ, আধুনিক ও সচেতন রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষিত যুবদের প্রকল্প স্থাপনে ঋণ সহায়তা-সহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে আসছে। এসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের অনেকেই আজ সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। অনেকে বিদেশেও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে এবং দেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঐতিহাসিক কার্যক্রম ও সফলতার তথ্য-উপাত্ত নির্ভর একটি গবেষণাধর্মী প্রকাশনার উপযোগিতা দীর্ঘদিনের। সেই চাহিদা পূরণে সামগ্রিক কার্যক্রম উপস্থাপনের লক্ষ্যে 'যুব বৃত্তান্ত' শীর্ষক গবেষণামূলক গ্রন্থটি প্রকাশ করা হলো। এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে সুধীজন ও অংশীজন বিশেষ করে যুব সমাজ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

'যুব বৃত্তান্ত' প্রকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে শুভেচ্ছা। গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মে নিয়োজিত 'তিস্তা প্রকাশ' এবং তাদের গবেষকদের ধন্যবাদ।

যুববার্তায় লেখা পাঠান

আপনার জেলা ও উপজেলার যুব কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে ফিচার, রিপোর্ট ও বিশেষ নিবন্ধ লিখে পাঠান অনধিক ৪০০ শব্দে। নির্বাচিত লেখাগুলো নাম ও পরিচয়সহ প্রকাশ করা হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ ও ভালো মানের ছবিসহ লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়-

প্রকাশনা উইং
যুব ভবন
১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
অথবা ই-মেইল করুন- ddpublication@dyd.gov.bd

সম্পাদক কর্তৃক যুব ভবন, ১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত Website: www.dyd.gov.bd www.facebook.com/departmentofyouthdevelopmenthq